Syllabus : Class-X : Social Science

India & Contemporary World (History) : :Marks 40

Section 1.3 : Inclusion of the Princely State of Tripura to India in the Post-Independence Period Marks 03

- Rule of Maharaja BirBikram Kishore Manikya
- Rule of Council of Regency in Tripura
- Conspiracy to get Tripura merged with Pakistan
- The Initiative of the People of Tripura on the question of merging with India
- Role of Government of India on Tripura's inclusion in India
- Consent of Maharani and accession of Tripura to India

-

By Sukanta Chakraborty, Retd PGT, Shishu Bihar H S School

ত্রপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের অষ্টলক্ষীর অন্যতম একটি রাজ্য যার আয়তন মাত্র ১০,৪৯১-৬৯ বর্গ কিমি ; লোকসংখ্যা ৪১,৮৪,৯৫৯ (**Estimated,**২০২৩) - এটি ভারতের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য । ত্রিপুরা উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বাংলাদেশ এবং এর পূর্বদিকে ভারতের অপর দুটি রাজ্য- আসাম ও মিজোরাম দ্বারা পরিবেষ্টিত । আগরতলা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী যার লোকসংখ্যা ৬,৩৪,০০০ (**Estimated,** ২০২৩)। রাজ্যের সরকারী ভাষা তিনটি - বাংলা, ইংরেজী ও ককবরক । বাংলার সুলতানি শাসনামলে ত্রিপুরা ছিল বাংলার একটি করদ রাজ্য । ব্রিটীশ আমলে ত্রিপুরা ছিল ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অধীনতামূলক মিত্ররাজ্য । ১৯৪৯ সালের ১৫ ই অক্টোবর ভারত সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে ত্রিপুরার শাসনভার গ্রহণ করে । রাজমালা, ত্রিপুরা রাজার **chronicle,** অনুযায়ী ভারতভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত ১৮৪ জন রাজা ত্রিপুরা শাসন করেছিলেন ।

বর্তমানে রাজ্যে আটি জেলা; ২৩টি মহকুমা, ৫৮টি ব্লক, ৫৯১টি গ্রাম পঞ্চায়েত, আটটি জিলা পরিষদ, নয়টি নগর পঞ্চায়েত, ১০টি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও একটি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন রয়েছে ।

ত্রিপুরা নামের বুৎপত্তি

ত্রিপুরার পৌরানিক মহারাজা ত্রিপুর-এর নাম হতে **'ত্রিপুরা'** নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকের ধারণা । ত্রিপুর ছিলেন যযাতির বংশধর দ্রুহের ৩৯তম উত্তর পুরুষ। অন্য একটি মতে, পুরানে উল্লেখিত দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা- **'ত্রিপুরাসুন্দরী'** হতে ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি । তৃতীয় একটি মতানুসারে স্থানীয় ককবরক শব্দ তৈপ্রা বা তুইপ্রা হতে ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে - ককবরক ভাষার **তৈ** বা **তুই** শব্দের অর্থ হল জল, আর **'প্রা'** হল **'নিকটে'** । **তৈপ্রা** বা **তুইপ্রা** (জলের নিকটবর্তীস্থান) থেকে ধীরে ধীরে **তেপ্রা , তিপ্রা** তথা **'ত্রিপুরা'** শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন ।

ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ

ত্রিপুরার রাজাদের আদিতে পদবী ছিল **'ফা'**। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিপুরার রাজা **রত্নফা** গৌড়ের সুলতানকে একটি অতি মূল্যবান মানিক দিয়ে **'মানিক্য'** উপাধি গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নাম হয় **রত্নমানিক্য** । রত্নমানিক্য প্রথম ত্রিপুরায় মুদ্রা প্রচলন করেন । ত্রিপুরায় আধুনিক শাসনব্যবস্থা প্রর্বতন করেন বীরচন্দ্র মানিক্য । ত্রিপুরার বিখ্যাত রাজারা হলেন :

রত্নফা তথা রত্নমানিক্য
ধর্মমানিক্য (১৪৫৮- ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ)
ধন্য মানিক্য (১৪৯০ -১৫২০ খৃষ্টাব্দ)
বিজয় মানিক্য (১৫৩২ - ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ)
অমর মানিক্য (১৫৭৭ - ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দ)
গোবিন্দ মানিক্য (১৬৬০ - ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দ)
কৃষ্ণ মানিক্য (১৭৬০- ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ)
কৃষ্ণকিশোর মানিক্য (১৮৩০ - ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ)
ঈশানচন্দ্র মানিক্য (১৮৫০ - ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ)
বীরচন্দ্র মানিক্য (১৮৬২ -১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ)
রাধাকিশোর মানিক্য (১৮৯৬ -১৯০৯ খৃষ্টাব্দ)
বীরচন্দ্রকিশোর মানিক্য (১৯০৯ -১৯২৩ খৃষ্টাব্দ)
বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য (১৯২৩ -১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ)

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের শাসনকাল (১৯২৩ -১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ)

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৬ বছর বয়সে বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য ত্রিপুরার রাজা হন । ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জানুয়ারী শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী মহাসমারোহে বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয় । বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য রাজ্যের শাসনভার হাতে নিয়েই গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন । ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে তিনি শাসনব্যবস্থাকে মন্ত্রণাসভা, বাবস্থাপকসভা ও মন্ত্রীপরিষদ- এই তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন । গ্রামের জনসাধারণকে শাসন ক্ষমতার শরিক করার জন্য তিনি **'গ্রামমণ্ডল'** গঠন করেছিলেন । প্রশাসন পরিচালনার জন্য দক্ষ অফিসার নিয়োগের লক্ষে বীরবিক্রম কিশোর রাজ্যে প্রথম **'সিভিল সার্ভিস ক্যাডার'** গড়ে তোলেন । তিনি **'বিদ্যাপত্তন'** নামক একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে আগরতলার বর্তমান কলেজ টিলায় একটি নতুন ধরণের বিদ্যালয় কমপ্লেক্স স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে সাধারণ বিষয় সমূহের পঠন-পাঠন ছাড়াও কারিগরী, ডাক্তারী, কৃষি, শিল্পকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের লেখাপড়ার বাবস্থা থাকার কথা ছিল । মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের নির্মাণ কার্য উনার জীবদ্দশায় আরম্ভ হয়েছিল ।

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর বহুমুখী প্রতিভার অধিকারি ছিলেন । তিনি সাহিত্য, শিল্প ও সংগীতে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী । সংগীত ও নাটক রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত - তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে **'চাঁদ কুমুদিনী'** ও **'শ্রীরাধাকৃষেণর লীলাবিলাস'** বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য এবং ত্রিপুরার ভারতভুক্তি

ত্রিপুরার সর্বশেষ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই

সিদ্ধান্ত নিয়েছলন যে স্বাধীনতা লাভের পর ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যোগ দেবে । এই লক্ষে তিনি ১৯৪৭ সালের ২৮ শে এপ্রিল তাঁর মন্ত্রী গিরিজাশঙ্কর গুহকে রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে ভারতের সংবিধান সভা অর্থাৎ গণপরিষদে প্রেরণ করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত ভারতের স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পূর্বেই তিনি ১৯৪৭ সালের ১৭ মে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন । ফলে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি কিছুটা পিছিয়ে যায় । শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালের ৯ই সেপ্টম্বর রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভা দেবী ত্রিপুরার পক্ষে ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন এবং ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরা ভারত যুক্তরাজ্যে যোগদান করে ।

ত্রিপুরায় 'কাউন্সিল অব রিজন্সী' গঠন

১৯৪৭ সালের ১৭ মে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র কিরিটবিক্রম কিশোর ত্রিপুরার রাজা হন এবং চাকলা রোশনাবাদ জমিদারির মালিক হন ।
[চাকলা রোশনাবাদ বলতে পশ্চিম ত্রিপুরার ৫৫৫ বর্গ কিমি সমতল জায়গা যা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত বুঝায়] কিরিটবিক্রম কিশোর তখন নাবালক থাকায় তৎকালীন ব্রিটীশ গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ত্রিপুরার শাসনব্যবস্থা পরিচালনর জন্য চার সদস্যক একটি **'কাউন্সিল অব রিজেন্সী'** বা রাজপ্রতিনিধি পরিষদ গঠন করা হয় -

১। মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ---------- সভাপতি
২। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মন --- -সহ-সভাপতি
৩। মেজর বঙ্কিমবিহারী দেববর্মন ---------- - সদস্য
৪। সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় ---------- সদস্য

'কাউন্সিল অব রিজেন্সী' কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার সাত দিনের মধ্যেই ব্রিটীশ সরকার ভারতীয় ডমিনিয়নের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে অর্থাৎ ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগষ্ট । সমগ্র ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরারাজ্যও এইদিনটি যথাযাগ্য মর্যদার সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস রূপে পালন করে ।

ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র

ভারতের স্বাধীনতা লাভের কয়েকদিনের মধ্যেই কুমিল্লা ও ফেনী অঞ্চলের কিছুসংখ্যক মুসলিম লীগ সদস্য ত্রিপুরারাজ্যকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র শুরু করে । এই সময় পাকিস্তান কুমিল্লা ন্যাশনাল গার্ড ও ত্রিপুরার কতিপয় ব্যক্তির সহায়তায় ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমনের পরিকল্পনা করে । যদিচ তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রি এইরূপ কোন পাকিস্তানি পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেন ।

ভারতভুক্তির প্রশ্নে ত্রিপুরাবাসীর উদ্যোগ

ত্রিপুরার অধিকাংশ অধিবাসী ত্রিপুরার পাকিস্তানভুক্তির বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সংঘবদ্ধ হয় । ১৯৪৬ সালে গঠিত ত্রিপুরার রাজনৈতিক সমিতি **'ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডল'** পাকিস্তানের আক্রমণের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলে । এই সমিতি ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে আসাম প্রদেশের গভর্নরের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করেন, ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে এই সময় সেক্রেটারী উমেশ সিং সহ, সুখময় সেনগুপ্ত ও অনিল চক্রবর্তী ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য জে.বি.কৃপালনী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের সঙ্গেঁ সাক্ষাৎ করে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি ও ত্রিপুরার ভারতভুক্তির বিষয়ে স্মারকলিপি প্রদান

করেন । এদিকে আগরতলার চারজন নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তি প্রভাত রায়, জয়সিংহ দেববর্মা, কালুচন্দ্র ও প্রফুল্ল রায় শিলং-এ অবস্থানরত মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র বিষয়ে অবহিত করেন ।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির প্রশ্নে ভারত সরকারের ভূমিকা

তখন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল । মহারানী কাঞ্চনপ্রভাদেবী পাকিস্তানের ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণের কথা ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে জানান । প্যাটেল উক্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য মহারানীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানান । মহারানী দিল্লীতে পৌঁছে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন ।
ইতিপূর্বে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর ভারতের গোয়েন্দা দপ্তর কুমিল্লার মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানের ত্রিপুরা আক্রমণের পরিকল্পনা অবহিত হয় । ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু পাকিস্তানের কার্যকলাপ সম্পর্কে গভীর উৎকন্ঠা প্রকাশ করেন । ৪ঠা নভেম্বর তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা উপপ্রধানমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলকে ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন । ইতিপূর্বে তিনি আসাম সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত করেন এবং পাকিস্তান সরকারকে টেলিগ্রাম মারফৎ সতর্ক করে দেন । তাছাড়া পাকিস্তানের ত্রিপুরা আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য ভারত সরকার আসাম থেকে উপযুক্ত সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র ত্রিপুরায় প্রেরণ করে । এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান পিছু হটতে বাধ্য হয় । এইভাবে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পথ প্রশস্ত হয় ।

মহারানীর সম্মতি ও ত্রিপুরার ভারতভুক্তি

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়ান হয়ে আসেন । ইতিপূর্বে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয় এবং মন্ত্রী মহারাজকুমার দূর্জয়কিশোর দেববর্মনকে কিছুদিনের জন্য রাজ্যান্তর করা হয় । ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী **'কাউন্সিল অব রিজেন্সি'** ভেঙ্গে দেওয়া হয় । ঐ দিনই মহারানী কাঞ্চনপ্রভাদেবী একক রিজেন্ট বা রাজপ্রতিনিধিরূপে ত্রিপুরা প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন । এই সময় থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী,, **দেওয়ান** নামে পরিচিত হয় । মহারানীকে শাসনকার্যে সাহায্য করার জন্য যথাক্রমে অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ আচার্য এবং রঞ্জিৎকুমার রায় ভারত সরকার কর্তৃক দেওয়ান নিযুক্ত হন । অত:পর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লিতে মহারানী কাঞ্চনপ্রভাদেবী নাবালকপুত্র কিরিট বিক্রমকিশোর মানিক্যের পক্ষে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির চুক্তি বা Tripura Merger Agreement স্বাক্ষর করেন । এই চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে । ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান রঞ্জিৎকুমার রায় ত্রিপুরার প্রথম চিফ কমিশনার নিযুক্ত হন । উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ত্রিপুরা ভারতভুক্তির চুক্তিতে ত্রিপুরার রাজাদের জমিদারি এলাকা চাকলা রোশনাবাদের উল্লেখ ছিল না, তাই এই অঞ্চল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় ।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সংবিধান চালু হয় । সংবিধানে ভারতের রাজ্যগুলোকে ক,খ,গ এবং ঘ - এই চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় । সংবিধান অনুসারে ত্রিপুরা ভারতের 'গ' শ্রেণির রাজ্যরূপে চিহ্নিত হয় । ১৯৫৬ সালের ৩১শে আগষ্ট রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরাকে একটি কেন্দ্রশাসিত ইউনিয়ন টেরিটরিতে পরিনত করা হয় । ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রশাসিত আইন (ইউনিয়ন টেরিটরি অ্যাক্ট) পাশ হয় । এই আইন অনুসারে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরারাজ্যে প্রথম মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় (১৯৬৩ খ্রী ১লা জুলাই) যাঁরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন তাঁদের নিয়েই বিধানসভা গঠিত হয় । সেই সময় থেকে টেরিটরিয়াল বা আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হয় । শচীন্দ্রলাল সিংহ ছিলেন ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী । ত্রিশটি আসন নিয়ে প্রথমে ত্রিপুরার বিধানসভা গঠন করা হয় ।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে লোকসভায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল আইন পাশ হয়ে যায় । এই আইন বলে ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মেঘালয় পূর্ণরাজ্যে উন্নীত হয় । ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্যে এই আইন কার্যকরী হয় এবং সেদিন থেকেই ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণরাজ্যের মর্যাদালাভ করে । সাথে সাথে ত্রিপুরার লেফটেনেন্ট গভর্নরের পদটি রাজ্যপাল পদে উন্নীত হয় । বি.কে. নেহেরু ত্রিপুরার প্রথম রাজ্যপাল হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন । বিধানসভার সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয় ৬০ জন । পূর্ণরাজ্যে উন্নীত হবার পর ত্রিপুরার প্রথম বিধানসভা নির্বাচন হয় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে । পূর্ণরাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সুখময় সেনগুপ্ত ।

ত্রিপুরার আদিবাসীদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে ১৯৮২ সালে ভারত সরকার সংবিধানের ৭ম তফসিল অনুসারে **Tripura Tribal Autonomous Areas Distric Council (TTAADC)** গঠন করে ।